দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2 8 FEB 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী ঃ একাধিক শিক্ষার্থী বিশিষ্ট পরিবারের গম কমিয়ে দেয়া হয়েছে

১০

।। প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ।।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একাধিক ছাত্রছাত্রীর পরিবারকে মাসিক গমের বরাদ্দ ১০ কেজি কমিয়ে দেয়া হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়।

গত ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত একজন ছাত্রছাত্রীর পরিবারকে প্রতি মাসে ১৫ কেজি এবং একাধিক সন্তানবিশিষ্ট পরিবারকে ৩০ কেজি করে গম দেয়া হত। চলতি ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে একাধিক ছাত্রছাত্রীর পরিবারকে প্রতি মাসে ২০ কেজি করে গম দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা যায়।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী মহানগরী এবং পৌর এলাকার বাইরে বিস্তৃত। সরকারি ও রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নির্বাচিত ইউনিয়নের একটি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত। এই মাদ্রাসার

শিক্ষা ঃ পৃঃ ৬ কঃ ৭

শিক্ষা ঃ গম কমিয়ে দেয়া হয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রসংখ্যা কমপক্ষে ১শ' ৫০ এবং শিক্ষক ৪ জন হতে হবে। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীর তালিকা প্রণয়ন, তাদের জন্য গম উত্তোলন এবং তা বিতরণ করার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এ জাতীয় কাজে কোন অবস্থায় জড়িত না হবার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষকদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা যায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বাড়ানো এবং ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার গত বছর শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করে। দুস্থ বিধবা মহিলা পরিবার, দিন মজুর, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতী, মুচি ইত্যাদি অসচ্ছল পেশাজীবী এবং ভূমিহীন অর্থাৎ আধা শতক পর্যন্ত জমির মালিক এই কর্মসূচীর সুবিধে ভোগ করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গত বছর মোট ৪শ' ৬০টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচী চালু করা সম্ভব হয়। মোট ৪ হাজার ৯শ' ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়। তাতে ৫ লাখ ৮৯ হাজার ৮শ' ৮১টি পরিবারের ৭ লাখ ৬ হাজার ৫শ' ১৯ জন ছাত্রছাত্রী উপকার পায়। গত বছর প্রায় ৮০ হাজার মেট্রিক টন গম এই খাতে বিলি করা হয়। তাতে খরচ হয় প্রায় ৬৮ কোটি টাকা।

এ বছর মোট এক হাজার ইউনিয়নকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। তার জন্য বরাদ্দ আছে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৭শ' ৩২ মেট্রিক টন গম। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী ৯শ' ৬৬টি ইউনিয়নের ১০ হাজার ১শ' ৯৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১২ লাখ ২৩ হাজার ৬শ' ৫২ জন ছাত্রছাত্রী উপকার পাচ্ছে। এক সন্তানবিশিষ্ট ৬ লাখ ৭৩ হাজার ৯টি এবং একাধিক সন্তানবিশিষ্ট ২ লাখ ৫৬ হাজার ৯শ' ৬৭টি পরিবারকে এই কর্মসূচীর গম দেয়া হচ্ছে। গত ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত ৬৮ হাজার ৭শ' ৪৮ মেট্রিক টন গম উত্তোলন করা হয়েছে। গমের মূল্য বাবদ খরচ হয়েছে ৫৬ কোটি ১৬ লাখ ৭১ হাজার টাকা। এ বছর এই খাতে মোট ১শ' ৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে বলে সূত্র জানায়।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী এখনও পর্যন্ত সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে গম কিনে নিয়ে তা এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়।